بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী এবং দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) এর প্রশংসা সূচক গুণাবলীর ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে হতে প্রদত্ত ২৩ এপ্রিল ২০২১-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ আমি হযরত হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র স্মৃতিচারণ করব। হযরত উমর (রা.) বনু আদি বিন কাব বিন লুঈ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল খাত্তাব বিন নুফায়েল। এক উক্তি অনু সারে তার মায়েরনাম ছিল হানতুমা বিনতে হাশেম। হযরত উমরের জন্মের সন সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অনুসারে হযরত উমরের জন্মগ্র হণের সাল পৃথক পৃথক দাঁড়ায়। অতএব একটি মত হলো, হযরত উমর ফুজ্জারের বড় যুদ্ধের চার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অথচ অপর স্থানে লিখিত আছে, ফুজ্জারের বড় যুদ্ধের চার বছর পর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অপর একটি মত হলো, হযরত উমর (রা.) হস্তী বাহিনীর আক্রমণের ১৩ বছর পর মক্কায় জন্মগ্র হণ করেছিলেন। হস্তী বাহিনীর আক্রমণ হয়েছিল ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আর এ হিসাব অনুযায়ী হযরত উমর (রা.)'র জন্ম হয়েছে ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। তৃতীয় মত হলো, হযরত উমর নবুওয়্যতের ষষ্ঠ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন আর তখন তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর। খ্রিষ্টাব্দ অনু যায়ী নবুওয়্যতের ষষ্ঠ বছর হলো, ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ। যদি তখন হযরত উমর (রা.) ২৬ বছর বয়সের হয়ে থাকেন তাহলে তার জন্মের সাল দাঁড়ায় ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ। চতুর্থ মত হলো, হযরত উমর তখন জন্মগ্র হণ করেন যখন মহানবী (সা.)-এর বয়স ছিল ২১ বছর। যাহোক, এগুলো হলো বিভিন্ন মত। প্রায় ২১ বছর থেকে ২৬ বছরের মাঝামাঝি বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উমর (রা.)'র ডাকনাম ছিল আবু হাফস্।

একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি যে, আপনাকে কীভাবে ফারুক উপাধি দেওয়া হলো? তিনি বলেন, হযরত হামযা (রা.)-র ইসলাম গ্রহণ এবং মসজিদুল হারামে আবু জাহল কে ধনুক দিয়ে আঘাতের তৃতীয় দিন আমি বাহিরে বের হলে পথিমধ্যে বনু মাখযুম গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি তোমার পিতৃপু রুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে মু হাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম গ্রহণ করেছ? সে বলে, আমি যদি গ্রহণ করে থাকি তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? সেও তো করেছে যার ওপর আমার চেয়ে তোমার বেশি অধিকার রয়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বললাম, সে কে? সে বলে, তোমার বোন ও ভগ্নিপতি। একথা শুনে আমি আমার বোনের বাড়িতে গেলে তাদের দরজা বন্ধ দেখতে পাই আর সেখানে আমি ক্ষীণকণ্ঠে কিছু পাঠ করার শব্দ শুনতে পাই। দরজা খুলে দেওয়া হলে আমি ভেতরে প্রবেশ করি আর তাদেরকে বলি, আমি তোমাদের কাছ থেকে এটি কি শুনলাম। তারা জিজ্ঞেস করে, তুমি কি শুনেছ? এ বাক্য বিনিময়ে (এক পর্যায়ে)বিবাদ শুরু হয়ে যায় আর আমি ভগ্নিপতির মাথা ধরে ফেলি এবং প্রহারে তাকে রক্তাক্ত করে দিই। আমার বোন উঠে দাঁড়ায় এবং সে আমার মাথা ধরে বলে, এটি তোমার ইচ্ছা পরিপন্থী হয়েছে, অর্থাৎ আমাদের ইসলাম গ্রহণ তোমার ইচ্ছা বহির্ভূ ত! যাহোক, অন্য বর্ণনায় বোনের আহত হওয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি যখন ভগ্নিপতির রক্ত দেখি, আর হতে পারে বোনেরও রক্ত ঝরে থাকবে– তখন আমি লজ্জিত

হই এবং বসে পড়ি আর বলি, (তোমরা যা পড়ছিলে) আমাকে সেই গ্রন্থটি দেখাও। আমার বোন বলে, কেবল পবিত্র লোকেরাই তা স্পর্শ করতে পারে, যদি সত্যিই দেখতে চাও তাহলে যাও এবং গোসল করে আসো। অতএব আমি গোসল করে এসে বসে পড়ি। তখন তারা সেই সহীফাটি আমার জন্য বের করে। এটি সূরা ত্বাহা'র ২ থেকে ৯ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত ছিল। তিনি (রা.) বলেন, আমার হৃদয়ে এ বাণী গভীরভাবে রেখাপাত করে বা এর প্রভাব সৃষ্টি হয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে দারে আরকাম চলে যাই, আর হুজুর (সাঃ) এর নিকট পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করি। এতে সেখানে উপস্থিত সকল সাহাবী উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি উচ্চকিত করেন, যা মক্কাবাসীরাও শুনতে পায়। এরপর আমরা সেখান থেকে দুই সারিতে বের হই। একটি সারিতে ছিলাম আমি আর অন্য সারিতে ছিলেন হযরত হামযা। এক পর্যায়ে আমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করি। তখন কুরাইশরা আমাকে এবং হামযাকে দেখে এতটা দুঃখ ও কষ্ট পায় যেরূপ কষ্ট তারা ইতিপূর্বে কখনো পায়নি। অতএব সেদিন মহানবী (সা.) আমার নাম **'ফারুক'** রাখেন, কেননা (সেদিন) ইসলাম শক্তি লাভ করে আর সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। বর্ণিত হয়েছে যে, হজরত উমর (রাঃ)ই ছিলেন 'দারে আরকাম'-এ সর্বশেষ ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি।

হযরত উমর (রা.) দীর্ঘকায় ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে হযরত উমরের প্রিয় হবি বা শখ ছিল অশ্বারোহণ এবং কুস্তি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবে লেখাপড়ার বিষয়টি খুবই দুর্লভ ছিল। সুতরাং মহানবী (সা.) যখন আবির্ভূ ত হন, তখন কুরাইশ গোত্রের কেবলমাত্র সতের ব্যক্তি এমন ছিল যারা লিখতে পারত। হযরত উমর (রা.) সেই সময় পড়ালেখা শিখেছিলেন। হযরত উমর (রা.) কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কুরাইশদের দূতের পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। কুরাইশদের এই রীতি ছিল যে, যখন তাদের পরস্পরের মাঝে অথবা তাদের ও অন্যদের মাঝে কোন যু দ্ধ হতো তখন তারা হযরত উমর (রা.)-কে দূত হিসেবে প্রেরণ করত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন:

"ইসলামের প্রতি হযরত উমরের ঘোরতর শত্রুতা ছিল কিন্তু তাঁর মাঝে আধ্যাত্মিক যোগ্যতাও ছিল। অর্থাৎ তিনি প্রচণ্ড রাগী স্বভাবের হওয়া সত্ত্বেও, মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর মাঝে এক কোমল হৃদয়ও ছিল। সুতরাং হিজরতে আবিসিনিয়া (হাবশা)-র রাত্রে অন্ধকারে হজরত উমর ঘোরাফেরা করছিল এবং সেইসময় একজন মহিলা সাহাবীকে তিনি দেখেন, এক জায়গায় স্তূপাকারে বাড়ীর সমস্ত মালামাল বাঁধা আছে । তিনি সম্মুখে অগ্রসর হন। মহিলা সাহাবী মালামালের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, ঘটনা কী? আমার মনে হচ্ছে, তোমরা কোন দীর্ঘ সফরের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছ। সেই মহিলা সাহাবী বলেন, উমর! আমরা মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তিনি বলেন, তোমরা মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। হযরত উমর জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কেন মক্কা ছেড়ে যাচ্ছ? (সেই) মহিলা সাহাবী উত্তরে বলেন, উমর! আমাদের মক্কা ছেড়ে যাওয়ার কারণ হল, তুমি এবং তোমার ভাইয়েরা আমাদের এখানে বসবাস করা পছন্দ করো না আর এক-অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করার ক্ষেত্রে এখানে আমাদের স্বাধীনতা নেই। তাই আমরা স্বদেশ ছেড়ে ভিন্ন কোন দেশে চলে যাচ্ছি। মহিলা সাহাবীর মুখে এ কথা শোনামাত্র হযরত উমর নিজের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেলেন আর সেই সাহাবীর নাম উচ্চারণ করে বললেন, আচ্ছা যাও- আল্লাহ্ তোমাদের সহায় হোন।

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের জন্য মহানবী (সা.) দোয়া করেছিলেন যে, "হে আল্লাহ্! আবু জাহল এবং উমর ইবনুল খাত্তাবের মধ্যে তোমার নিকট যে বেশি পছন্দনীয় তুমি তাকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দাও এবং তার দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করো।" ৬ষ্ঠ নববীর যুল হজ্জ মাসে যখন হজরত উমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সেই সময় মক্কায় মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন। হযরত উমর (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন হযরত জিবরাঈল নাযিল হন এবং বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! উমরের ইসলাম গ্রহণের কারণে উর্ধ্বলোকের অধিবাসীরাও (আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্তারাও) আনন্দিত।

হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা এবং বর্ণনা হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে। এক বর্ণনা অনুসারে আবু জাহল হুজুর (সাঃ) এর হত্যাকারীর জন্য এক বড় অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেন, তাই একদিন হযরত উমর নগ্ন তরবারী নিয়ে হজরত মহম্মদ (সাঃ)কে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে হজরত উমর এক বাছুর জবাই হতে দেখে আর তার পেট থেকে আওয়াজ শোনে 'হে আলে যারিহ্'! 'যারিহ্' ঐ বাছুরটার নাম ছিল। একজন আহ্বানকারী আল্লাহ তা'লার একত্ববাদ এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়াতের সাক্ষীর দিকে ডাকছে। হজরত উমর মনে করেন এটা তাঁর প্রতি ইঙ্গিত। হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যদি এই বর্ণনা সত্য হয় তাহলে মনে হয় কোন কাশ্ফি দৃশ্য ছিল যা তিনি ঐ সময় সেখানে দেখেছিলেন।

অপর একটি বর্ণনা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাতে মসজিদুল হারামে হজরত উমর হুজুর (সাঃ)-কে নামাজ রত অবস্থায় দেখেন, তিনি (সাঃ) সূরা রহমান তেলাওয়াত করছিলেন। হজরত উমর বলেন, "যখন আমি কোরআন করীম শুনি তার জন্য আমার হৃদয় বিগলিত হয়, আর আমি কেঁদে ফেলি এবং ইসলাম আমার অন্তরে স্থান করে নেয়। মহানবী (সা.) তাঁর নামায শেষ করে সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর পিছু নিয়ে চলতে থাকি। মহানবী (সা.) আমার পদধ্বনি শুনে আমাকে চিনে ফেলেন আর তিনি (সা.) এটি মনে করেন যে, কোন ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে আমি তাঁর পিছু নিয়েছি। মহানবী (সা.) আমাকে বকা দিয়ে বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! এত রাতে তুমি কোন মতলবে এসেছো ? আমি নিবেদন করি, আমি আল্লাহ্‌র প্রতিএবং তাঁর রসূলের প্রতি আর তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনার জন্য এসেছি।

আর এক বর্ণনায় হযরত উমর (রা.) বলেন, এক রাতে আমার বোনের প্রসব বেদনা উঠে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি এবং দোয়া করার জন্য কাবা শরীফের গিলাফ জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মহানবী (সা.) তখন আসেন এবং হাজরে আসওয়াদের কাছে আল্লাহ্ যতটুকু চেয়েছেন ততটুকু নামায পড়ে চলে যান। আমি তখন এমন বাক্য শুনেছি যা আমি এর পূর্বে কখনো শুনিনি। মহানবী (সা.) যখন সেখান থেকে প্রস্থান করেন তখন আমি তাঁর পিছু পিছু যেতে থাকি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? উত্তরে বলি, আমি উমর। তিনি (সা.) বলেন, হে উমর! তুমি রাতেও ছাড় না আর দিনের বেলাও ছাড় না। একথা শুনে আমি ভীত হই, পাছে আবার তিনি আমাকে অভিশাপ না দেন। আমি তৎক্ষণাৎ কলেমা শাহাদত পাঠ করি।

অপর এক বর্ণনায় হযরত উমর (রা.) নিজে বর্ণনা করেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন আমি মহানবী (সা.)-এর সন্ধানে বের হই। আমি দেখি, তিনি (সা.) আমার পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে গেছেন। আমি তঁ ার (সা.) পেছনে দাঁড়িয়ে যাই, মহানবী (সা.) সূরা আল্ হাক্কা পাঠ করতে আরম্ভ করেন। আমি পবিত্র কুরআনের (আয়াতের) গঠন ও বিন্যাস দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। আমি বলি, খোদার কসম! কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকে, সত্যিই ইনি একজন কবি। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি একথা ভাবতেই মহানবী (সা.)

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই (কুরআন) এক সম্মানিত রসূলের (দ্বারা আনিত) কালাম। এবং এটি কোন কবির কাব্য নয়, কিন্তু (পরিতাপ যে) তোমরা অল্পই ঈমান আন। (সূরা আল্ হাক্কা, ৪০-৪১) হযরত উমর বলেন, ইনি তো দেখি গণক, জাদুকর। অতঃপর মহানবী (সাঃ) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ আয়ত পাঠ করেন অর্থাৎ এটি কোন গণকেরও কথা নয়, কিন্তু তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। এটি জগতসমূহের প্রভু -প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ এটি কোন গণকেরও কথা নয়, কিন্তু তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর। এটি জগতসমূহের প্রভু -প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এবং সে যদি কোন মিথ্যা রচনা করে আমাদের প্র তি আরোপ করতো, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তাকে ডান হাতে পাকড়াও করতাম। অতঃপর আমরা তার জীবন-শিরা কেটে দিতাম। তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউই আমার হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারত না। (সূরা আল্ হাক্কা, ৪২-৪৮) হযরত উমর বলেন, তখন থেকে ইসলাম আমার হৃদয়ে বাসা বেঁধে নেয়।

হুজুর (আইঃ) বলেন, যাহোক, হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইতিহাস এবং সীরাতগ্রন্থে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থে বর্ণিত সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত সেটিই– যাতে উল্লেখ আছে, হযরত উমর (রা.) তরবারী নিয়ে মহানবী (সা.)-কে (নাউযুবিল্লাহ্) হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন; পথিমধ্যে কেউ তাঁকে বলেছিল, নিজের বোন তথা নিজের বাড়ির খবর নিন। (একথা শুনে) তিনি তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির বাড়ি যান। এ রেওয়ায়েতটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য আর এর ঘটনাই অধিকাংশ স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। যদিও এ সম্পর্কে আরো অনেকগুলো রেওয়ায়েত রয়েছে– যেগুলো আমি বর্ণনা করেছি। কিন্তু আমরা তো সবগুলোর মধ্যে সেই রেওয়ায়েতকেই সঠিক মনে করি, যেটি বোন ও ভগ্নিপতির বাড়িতে আসা সংক্রান্ত ছিল। আর এরপর তিনি সেখান থেকে দ্বারে আরকামে যান।

এমনটিও বলা যেতে পারে, আর এটির সম্ভাবনাও খুব বেশি যে, হযরত উমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে উল্লেখিত সবগুলো রেওয়ায়েতই নিজ নিজ অবস্থানে সঠিক। যা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিভিন্ন সময় হযরত

উমর (রা.)'র মনের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টি হবার নানাবিধ ঘটনা ঘটতে থেকেছে। অনেক সময় পরিবর্তন সংঘটিত হবার বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকে, কিন্তু চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। চূড়ান্ত ঘটনা সেটিই ঘটেছিল যখন তিনি তার বোন ও ভগ্নিপতির বাড়িতে পবিত্র কুরআন শোনেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যান। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন।

খোতবার শেষে হজরত উমরের অবশিষ্ট ঘটনাবলী আগামীতে বর্ণনা করার ইশারা করে, হুজুর (আইঃ) বলেন, কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই, যাদের জানাযা পড়াবো। এদের মাঝে প্রথমে রয়েছেন, আহমদ মুহাম্মদ উসমান শবুতী সাহেব, যিনি ইয়েমেনের মুহাম্মদ উসমান শবুতী সাহেবের পুত্র ছিলেন। ৯ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে ৮৭ বছর বয়সে মিশরে তার মৃত্যু হয়, পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে জনাব কুরাইশী যাকাউল্লাহ্ সাহেবের। তিনি জলসা সালানা দপ্তরের হিসাব রক্ষক (একাউন্টেন্ট) ছিলেন। তিনিও ৯ এপ্রিল তারিখে ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে কানাডার জনাব খালেক দাদ সাহেবের। তিনি ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী স্মৃতিচারণ মুহাম্মদ সেলিম সাবের সাহেবের, তিনি উমুরে আম্মা বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। গত ২৭ মার্চ ৭৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী স্মৃতিচারণ শ্রদ্ধেয়া নাইমা লতীফ সাহেবার যিনি আমেরিকা নিবাসী সাহেবযাদা মাহ্দী লতিফ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ১০ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী স্মৃতিচারণ কানাডা নিবাসী মু হাম্মদ শরীফ সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া সাফিয়া বেগম সাহেবার। ১১ মার্চ তিনি ৮০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। আল্লাহ্ তা'লা এসব মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন এবং তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ
اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ
لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رحمكم الله اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

Khulasa Khutba Jumma (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 23 APRIL 2021

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B